৩১-০৭-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের এক শিব বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, কোনো দেহধারীকে নয়, জ্ঞান ছাড়া কোনো ব্যর্থ কথা শোনাও উচিত নয় আর শোনানোও উচিত নয় ।"

প্রশ্ন -- বাবা সমস্ত বাচ্চাদের কোন্ সাবধানী দিয়ে থাকেন ?

উত্তর -- বাচ্চারা, বাবার যখন হয়েছ তখন এই ঈশ্বরীয় পথের শিশুকালকে কখনোই ভুলে যেও না। কোনো বিকর্ম কোরো না । বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে তাঁকে ত্যাগ করো না । যদি বাবাকে ভুলে যাও তাহলে মায়া তোমাদের খুশী হরণ করে নেবে, তখন বুদ্ধি হয়রান হবে আর তোমরাও ঘাবড়ে যাবে । ফলে বিকর্ম করতে থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির তালাও বন্ধ হয়ে যাবে, তাই শিব বাবার যখন হয়েছো, এই ঈশ্বরীয় শিশুকালকে সর্বদা স্মরণে রেখো ।

গীত :- ছোটবেলার দিন ভুলে যেও না.....

ওম শান্তি । বাচ্চারা অর্থ কি বুঝেছ ? বাচ্চারা সামনে বসে আছে, আর তারা জানে যে ব্রহ্মার দ্বারা আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য আমরা তাঁর বাচ্চা হয়েছি আর এও তারা খুব ভালোভাবে জানে যে আমরা নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মার অবিনাশী সন্তান । এখন আমরা সামনে বসে আছি, দূরে থাকলে অনেক বাচ্চাই ভুলে যায় । মিত্র - সম্বন্ধী, গুরু গোঁসাই আদিদের দেখো, এরা ছোটবেলার কথা ভুলে যায় । এখানে যারা সামনে বসে থাকে তারা তো কখনোই ভোলে না । অবিনাশী শিব বাবার থেকে আমরা স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি, এ তো খুবই খুশীর কথা, তাই না ? আমাদের আবার শিব বাবা আপন করে নিয়েছেন স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য, যে স্বর্গের মালিক আমরাই একদিন ছিলাম । কিন্তু পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন নরকের মালিক হয়েছি, আবার স্বর্গের মালিক হবো । তোমরা জানো যে শিব বাবা যিনি নিরাকার, তিনি এই শরীরে প্রবেশ করেন । তিনিই আমাদের শ্রীমত দেন যে, আমি নিরাকার শিব বাবাকে স্মরণ করো । তিনি সমস্ত আত্মাদেরই বলেন কেননা তিনিই সকলের লিবারেটর । লিবারেটর অর্থাৎ সদ্গতি দাতা । তিনি তো মানুষেরই সদ্গতি করবেন । জন্তু জানোয়ারদের তো নয়, লিবারেটর আর গাইড হলেন মানুষের । তাকে নলেজফুল, ব্লিসফুল বলা হয় । এখানে তোমরা সামনে বসে থাকলে তোমাদের নেশা চড়তে থাকে । বাবা জানেন যে ঘরে গেলে তোমরা বাচ্চারা ভুলে যাও । মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয় । এখানে তোমাদের বুদ্ধিতে কোনো সাধু - সন্ত, গুরু বা লৌকিক সম্বন্ধী নেই । এখন হল পারলৌকিক সম্বন্ধ । শিব বাবা এনার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা দেন । নিরাকারকে অবশ্যই সাকারে আসতে হবে । তিনি বলেন, আমার হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা আবার নতুন করে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য এসেছো । তোমাদের জিজ্ঞেসও করা হয় যে শিব বাবার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তোমরা বলবে, আমরা ওঁনার অবিনাশী বাচ্চা । আবার প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাকারী বাচ্চা, কেননা তোমরা পুনর্জন্ম নিয়ে থাকো । পরের জন্মে সকলে তো আর তাঁর বাচ্চা হবে না । ছোটবেলার এই কথা ভুলো না । আমরা হলাম শিব বাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মার সন্তান । তোমরা এখানে এসেছো আবার স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার জন্য । এখন সবাই নরকে আছে । তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছো, এ কতো সহজ কথা । বুড়ো মানুষরাও ধারণ করতে পারে, এই কথা ভুলো না । কিন্তু এমন অনেকে আছে, যারা বাইরে গেলে ভুলে যায় । সারাদিন তারা ভুলে থাকে তাই সেই খুশী তাদের থাকে না । তারপর

বলে, বাবা জানি না আমাদের কি হয় । বাস্তবে এতে বাচ্চাদের অপার খুশী হওয়া চাই । বাবা স্বর্গের মালিক বানান, আর কি চাই ? এই বাবাকে ভোলার কারণেই তোমরা ঘাবড়ে যাও, হয়রান হয়ে যাও এবং বিকর্ম করে ফেলো । ইনি কোনো গুরু নন । ইনি হলেন সত্য বাবা । বাবা বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন । তোমরা ব্রহ্মার দ্বারা শিব বাবার হয়েছো । উঁনিও বাবা আর ইনিও বাবা । এত ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, আশীর্বাদী বর্সা কোথা থেকে পায় ? শিব বাবার থেকে । তিনিই হলেন নতুন দুনিয়ার রচয়িতা । তোমরা এখন এমন বাপদাদার সামনে বসে আছো, যে বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা কোনো বিকর্ম করো না । নতুনরা এলে বলো আচ্ছা, প্রতিজ্ঞা করো - আমাকে ভুলবে না । মায়া তোমাদের বার বার ভুলিয়ে দেবে তাই বুঝিয়ে বলেন, তোমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়, মুরলীতেও সব বাচ্চা শুনবে, বুঝতে পারবে মধুবনে বাবা বাচ্চাদের কিভাবে বসিয়ে বোঝান । তোমরা জানো যে এই ছেলেমানুষী মায়া তোমাদের কিভাবে বার বার ভুলিয়ে দেয় । বুদ্ধির তালা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় । আত্মা যখন অতীন্দ্রিয় সুখ পায় তখন খুশীতে থাকে । এখন আমরা বাবাকে পেয়েছি । বাবা আমাদের সব দুঃখ থেকে উদ্ধার করেন, কেননা তিনি হলেন সুখদাতা । সমস্ত মানুষের সদ্গতিদাতা তিনিই । এমন নয় যে তোমরা ৮৪ লাখ জন্ম ভোগ করে এসেছো । লাখ জন্মের কোনো কথাই নেই । এ তো ৮৪ জন্মের চক্র । তোমরা জানো যে ৫ হাজার বছর আগে আমাদের রাজ্য ছিলো । খৃষ্টান ঘরানার ৩ হাজার বছর আগে স্বর্গ ছিল, তারপর কিভাবে নরক হলো তা কেউ জানে না । বাবা বসে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । এখানে শাস্ত্র আদির কোনো কথাই নেই । যদি ভুল বোঝো বা সংশয় আসে তাহলে চলে যেতে পারো । শিব বাবাও যেমন তোমাদের পিতা আবার ব্রহ্মা বাবাও তোমাদের পিতা । শিব বাবা বলেন, আমি এই ব্রহ্মা তনে প্রবেশ করে একে বাচ্চা বানাই । তারপর এনার দ্বারা অন্য বাচ্চাদের দত্তক নিই আর তাদের শিক্ষা দিয়ে স্বর্গের মালিক বানাই । তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে এখন নরকে আছো । তোমরা দেখো যে আমরা বাবার সামনে বসে আছি । আমরা বাচ্চারা ঠাকুরদাদার আশীর্বাদী বর্সার অধিকারী । তোমাদের পবিত্র অবশ্যই হতে হবে । পবিত্র হওয়া ছাড়া আত্মা উড়তে পারে না । এরা সব গালগল্প করতে থাকে যেমন অমুকে নির্বাণ ধামে গেছে বা জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে । একজনও সেভাবে যায় না । যত অভিনেতা আছে সবাইকে এখানে হাজির হতে হবে । যতক্ষণ না এই বিনাশ শুরু হয়, ততক্ষণ ধরে হাজির হতে হবে । আত্মারা আসতেই থাকে । যখন ওখান থেকে আসা সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখনই লড়াই লাগে । তোমাদের রাজধানীও স্থাপন হয়ে যায় । ওখান থেকেও সবাই এসে যায় । এইসব কথা বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । কিন্তু তোমরা তা ভুলে যাও । কতটা ভুললে তোমরা বাবাকে তালাক দিয়ে দাও । কতো ভালো ভালো বাচ্চারা বাবার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে, এখান থেকে যাওয়ার সময় চোখের জল ফেলে যায় কিন্তু ওই দুনিয়ায় নরকবাসীদের সঙ্গে এসে সব ভুলে যায় । বাবা সতর্ক করেন, বাচ্চারা, এই ঈশ্বরীয় ছেলেবেলাকে কখনো ভুলো না । তোমাদের তো এক শিব বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । কোনো গুরু - গোঁসাইয়ের ছবিও রাখবে না । নিরাকার শিব বাবার ছবি তো তোলা যাবে না । বাচ্চারা তোমাদের এখন শিববাবা ভালো কাজ করানো শেখান । এমন ভালো কর্ম আর কেউই শেখাতে পারে না । তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে চলেছ । যখন তোমরা শরীর ত্যাগ করবে তখনও পরবর্তী জন্মে উচ্চ সেবাই করবে কারণ তোমাদের এখন চড়তি বা উত্তরণের কলা তবুও যে যতটা পুরুষার্থ করবে সেই অনুযায়ী । বাবা তবুও বলেন এখানে তোমরা সামনে বসে আছো । এখানে তোমরা সব শোনো, মনেও থাকে কিন্তু বাইরে গেলেই ঝট করে ভুলে যাও । এমনও হয় যে নিজেদের মধ্যে গালগল্প বা কোনো কারণে উল্টাপাল্টা কথা শুনতে বা শোনাতে থাকে । জ্ঞান না থাকলে একে অপরকে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে মাথা খারাপ করে দেয় । বাবা তোমাদের নিতে এসেছেন । বাবা

বলেন বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করো তাহলে অনেক উঁচু পদ পাবে এই কারণে জ্ঞান ছাড়া অন্য কারোর গ্লানি ইত্যাদি উল্টাপাল্টা কথা শুনো না ।

বাবাকে বলা হয় হেভেনলি গড ফাদার, স্বর্গ স্থাপনাকারী এই বিশ্বের গড ফাদার । এখন মনুষ্য মাত্রেরই বাবা হলেন এই নিরাকার শিব বাবা । তোমরা হলে এক ধর্মের, যারা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী হয়েছো , পরে অন্য ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকবে । সত্যযুগে এক দেবী দেবতা ধর্মই হবে । সবাই গোরা এবং সুন্দর হবে । ইসলামীরা পরে আসবে । তাদের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা । বৌদ্ধদের চেহারা দেখো কেমন অন্যরকম । সমস্ত ধর্মের মানুষদের চেহারা আলাদা । এখন অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে । তোমরা এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছো । মনে রেখো তোমাদের শত্রু এই মায়া অতি শক্তিশালী । জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো অপ্রয়োজনীয় শুনলে তোমরা বাবার থেকে সরে দুঃখের দুনিয়ায় চলে যাবে । বাবা বার বার বুঝিয়ে বলেন । তোমাদের কাজই হলো.....বাবার থেকে এই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার যুক্তি সবাইকে বলা । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমাদের পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ তা বড় বোর্ড লাগিয়ে লিখে দাও । খুব সুন্দর লেখা হওয়া চাই । ব্রহ্মাকুমারীর নাম শুনলেই লোকে ভয় পায় তাই খুব সুন্দর যুক্তি দিয়ে লিখতে হবে । যাতে এই বোর্ডের লেখা পড়েই বাপদাদার পরিচয় জানতে পারে, যে অবশ্যই এই সাকারের মাধ্যমেই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । শিব বাবা হলেন স্বর্গের স্থাপনাকারী । মুসলমানেরা বলে থাকে বেহেস্ত স্থাপনাকারী । এখন তোমরা তাঁর বাচ্চা হয়েছো তাই এমন বাবাকে কখনো ভুলো না । এই মায়া কত জবরদস্ত । তাই বাবা বলেন, এই শিশুকালকে ভুলে যেও না , সবাই তো বাচ্চা, তাই না ? যত বড় মানুষই হোক না কেন বাবা বলেন, তোমাদের এই মায়াই হলো সবথেকে বড় শত্রু । বাবা বোঝান যে, তোমরা কোনো ফালতু কথা বলো না । তোমরা মাম্মা, বাবা বলে থাকো, তাই তাদের অনুসরণ করে উঁচু পদ পাও । প্রিয় বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্মের বোঝা নেমে যাবে, না হলে তোমাদের তা ভোগ করতে হবে আর সেই সময় খুব কষ্ট হবে । অন্তিম সময়ে এমন হবে যে অনেক সময় ধরে যেন এই কর্মের ফল ভোগ করে চলেছো, এই হিসেব - নিকেশ শেষ হলেই ঘরে ফিরে যেতে পারবে । সেইসব সাক্ষাৎকার হতে থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) সঙ্গদোষে এসে এই ঈশ্বরীয় ছেলেবেলাকে ভুলে যেও না, নিজেদের মধ্যে কোনরকম ব্যর্থ বা উল্টাপাল্টা কথা শুনবেও না আর শোনাবেও না । জ্ঞানের কথাই বলতে হবে ।

২) প্রত্যেকে যাতে বাবার আশীর্বাদী বর্সা পায় তার যুক্তি তৈরী করতে হবে । মাম্মা - বাবাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে উঁচু পদ পাওয়ার অধিকারী হতে হবে । একমাত্র বাবার স্মরণের ফলেই এই বিকর্মের বোঝা নামতে পারে ।

বরদান : - সাধারণ জীবনে থেকে এই ভালোবাসার ভাবনাকে আধার করে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানিয়ে প্রতি পদে ভাগ্যবান হও ।

বাপদাদার সাধারণ আত্মাই পছন্দ । বাবা স্বয়ং সাধারণ শরীরেই আসেন । আজকের কোটিপতিও সাধারণ । সাধারণ বাচ্চাদের মধ্যে ভাবনা থাকে আর যে বাচ্চাদের ভাবনা থাকে তেমন বাচ্চাই বাবার প্রয়োজন, দেহ – অভিমান আছে, এমন বাচ্চা নয় । নাটকের নিয়ম অনুসারে এই সঙ্গম যুগে সাধারণ জীবন যাপন হল ভাগ্যের নিদর্শন । এই সাধারণ বাচ্চারাই বাবাকে নিজের করে নিতে পারে, তাই তারা অনুভব করে যে, "ভাগ্যের উপর আমার অধিকার ।" এমন অধিকারীই প্রতি পদে ভাগ্যবান হতে পারে ।

স্লোগান : – সেবাকাজে হৃদয়কে উদার এবং বড় রাখতে পারলে অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যাবে ।